নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ৩৬৮৯/২০১৯

মোঃ রিয়াজুল কবির

------আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট শেখ আতিয়ার রহমান সংগে

এ্যাডভোকেট অনুপ কুমার সাহা

------আসামী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন ভুইয়া

------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৩.০৭.২০২৩, ২৫.০৭.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, খুলনা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৯/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০২.২০১৯ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, এজাহারকারী রবীন্দ্রনাথ চাকী, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির, ষ্টেনোগ্রাফার, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির বিগত ইংরেজী ০১.০৫.২০০৮ তারিখে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনায় ষ্টেনোগ্রাফার পদে যোগদান করে অদ্যাবধি একই পদে কর্মরত এবং উক্ত পদ ছাড়াও তিনি উক্ত ট্রাইব্যুনালের হিসাবরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। হিসাব রক্ষক হিসাবে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র তার হেফাজতে থাকে। হিসাব সংক্রান্তে যাবতীয় বিলসহ কাগজপত্র বিচারকের নিকট স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করেন। বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০১২ তারিখের ফটোকপি বিল নং ১১ বিজ্ঞ বিচারকের নিকট উপস্থাপন না করে বিজ্ঞ বিচারকের জাল স্বাক্ষর

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দিয়ে হিসাব রক্ষন অফিস হতে পাশ করে সুকৌশলে উত্তোলন চেক নং ২৪৯৩৫৯০-এ বিজ্ঞ বিচারকের স্বাক্ষর নিয়ে ট্রাইব্যুনালের পরিচালিত সোনালী ব্যাংক, স্যার ইকবাল রোড শাখা, খুলনার চলতি হিসাব নং ৩৩০০০৭৫৭ হতে ৩,০৯৭/- টাকা বিগত ইংরেজী ১৩.০২.২০১২ তারিখে উত্তোলন করেন। কিন্তু উত্তোলিত টাকা ঐ দিনের ক্যাশ বইতে না উঠিয়ে ব্যাক হতে টাকা উত্তোলনের যাবতীয় কাজ শেষ করে ট্রাইব্যুনালের অফিসে সংরক্ষিত উত্তোলন চেকের মুড়ি বইতে চেক নং ২৪৯৩৫৯০ এ টাকা পরিমান ৩,০৯৭/- টাকা এবং তারিখ ওভার রাইটিং করে ০৪.০৩.২০১২ ইং লিপিবদ্ধ করেন। ট্রাইব্যুনালের অফিসে সংরক্ষিত উত্তোলন চেকের মুড়ি বইয়ে চেক নং ২৪৯৩৫৯১ এ টাকার পরিমান ৩,০৯৭/- ও ৪২,৯০০/- এবং তারিখ ৪.০৩.২০১২ লিপিবদ্ধ করেন। ঐ দিন অর্থাৎ ০৪.০৩.২০১২ ইং এ বইতে ফটোকপি বিল বাবদ উত্তোলন ৩,০৯৭/- টাকা এবং কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারী/১২ মাসের বেতন বাবদ উত্তোলিত ৪২,৯০০/- টাকাসহ মোট ৪৫,৯৯৭/- টাকা উত্তোলিত লিপিবদ্ধ পূর্বক ষ্টেনোগ্রাফার মোঃ রিয়াজুল কবির স্বাক্ষর করে এবং তা পরিশোধ মর্মে বিচারক(ভারপ্রাপ্ত) দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর স্বাক্ষর সুকৌশলে গ্রহন করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য উক্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। বাদীর টাইপকৃত এজাহার প্রাপ্ত হয়ে খুলনা থানার অফিসার ইনচার্জ এজাহার ফরম পুরনপূর্বক অত্র মামলাটি রুজু করতঃ দুর্নীতি দমন কমিশনকে মামলাটির তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহন করতে বলেন। অতঃপর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা এর সহকারী পরিচালক তদন্তভার গ্রহন করতঃ কেস ডকেট পর্যালোচনা করিয়া তদন্তঅন্তে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত পেয়ে অভিযোগপত্র নং ১২ তারিখ ২৫.০১.২০১৫ ধারা দন্ডবিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দাখিল করেন। বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ, খুলনা অত্র মোকদ্দমা বিচার ও নিস্পত্তির নিমিত্তে বিগত ইংরেজী ১৪.০৬.২০১৫ তারিখে মোকদ্দমাটি রেজিষ্ট্রিভুক্ত করেন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ২৩.০৭.২০১৫ তারিখে আসামীর উপস্থিতিতে দন্ডবিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করে আসামীকে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে। প্রসিকিউশন পক্ষ অত্র মোকদ্দমায় আসামীদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে ১২(বার) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। অতঃপর প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপান্তে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মোতাবেক পরীক্ষা করা হইলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করতঃ সাফাই সাক্ষী দিবেনা মর্মে জানায়। অতঃপর আসামীপক্ষ ২জন সাফাই সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ফিরিস্তি সহকারে কাগজপত্র দাখিল করেন। জনাব এস,এম আবদুস ছালাম, বিভাগীয় বিশেষ জজ, খুলনা প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা এবং আদালতে উপস্থাপিত দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালেচনায় আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির-কে দোষী সাব্যস্থ করে দন্ডবিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় ১(এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩,০৯৭/(তিন

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাজার সাতানব্বই) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১(এক) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে করেন ।

উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির অত্র ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করেন।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব শেখ আতিয়ার রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন ভুইয়া, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল মেমো ও নথী পর্যালোচনা করলাম। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব শেখ আতিয়ার রহমান এবং ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন ভুঁইয়া এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, খুলনা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৯/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০২.২০১৯ তারিখে রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

''যে পট ভূমিকায় অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ-

প্রসিকিউশন পক্ষের মামলার বিষয় বস্তু সংক্ষেপে এই যে, এজাহারকারী রবীন্দ্র নাথ চাকী, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির, স্টেনোগ্রাফার, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির গত ০১/৫/০৮ ইং তারিখে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনায় স্টেনোগ্রাফার পদে যোগদান করিয়া অদ্যাবধি একই পদে কর্মরত আছেন এবং স্টেনোগ্রাফার পদ ছাড়াও তিনি উক্ত ট্রাইব্যুনালের হিসাব রক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। হিসাব রক্ষক হিসাবে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র তাহার হেফাজতে থাকে। হিসাব সংক্রান্তে যাবতীয় বিলসহ কাগজপত্র বিচারকের নিকট স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করিয়াছেন। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারকের পদ শুন্য থাকায় ডিসেম্বর/১১ হইতে ১৫/৯/১২ ইং তারিখ পর্যন্ত বিজ্ঞ জেলা জজ জনাব জি,এম, সালাহ উদ্দিন উক্ত দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনার বিজ্ঞ বিচারক (ভারপ্রাপ্ত) এর দায়িত্ব পালন করেন। জনাব জি,এম, সালাহ উদ্দিন, বিজ্ঞ বিচারক (ভারপ্রাপ্ত দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল খুলনার দায়িত্বে থাকাকালে ট্রাইব্যুনালের স্টেনোগ্রাফার ও হিসাব রক্ষক মোঃ রিয়াজুল কবীর ট্রাইব্যুনালের ফটোকপি বিল নং- ১১ তারিখ ৮/২/১২ ইং আদৌ বিজ্ঞ বিচারকের নিকট উপস্থান না করিয়া বিলে বিজ্ঞ বিচারকের জাল স্বাক্ষর দিয়া হিসাব রক্ষন অফিস হইতে পাশ করিয়া সুকৌশলে উত্তোলন চেক নং- ২৪৯৩৫৯০ এ বিজ্ঞ বিচারক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব জি,এম, সালাহ উদ্দিন এর

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্বাক্ষর নিয়ে ট্রাইব্যুনালের পরিচালিত সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্যার ইকবাল রোড শাখা, খুলনার চলতি হিসাব নং ৩৩০০০৭৫৭ হতে ৩,০৯৭/০ টাকা ১৩/২/১২ ইং তারিখে উত্তোলন করেন। কিন্তু উত্তোলিত ৩,০৯৭/৯ টাকা ঐ দিনের ক্যাশ বইয়ে না উঠিয়ে ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলনের যাবতীয় কাজ শেষ করিয়া ট্রাইবুনালের অফিসে সংরক্ষিত উত্তোলন চেকের মুড়ি বইয়ে ঢেক নং- ২৪৯০৫৯০ এ টাকার পরিমান ৩,০৯৭/৯ টাকা এবং তারিখ ওভার রাইটিং করিয়া ৪/৩/১২ ইং লিপিবদ্ধ করেন। ট্রাইব্যুনালের অফিসে সংরক্ষিত উত্তোলন চেকের মুড়ি বইয়ে চেক নং- ২৪৯৩৫৯১ এ টাকার পরিমান ৩,০৯৭/৯ ৩.৪২,৯০০/৪ এবং তারিখ ৪/৩/১২ ইং লিপিবদ্ধ করেন। ঐ দিন অর্থাৎ ০৪/০৩/২০১২ ইং এ কাপ বইয়ে ফটোকপি বিল বাবদ উত্তোলন ৩,০৯৭/= টাকা এবং কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারী/১২ মাসের বেতন বাবদ উলেোলিত ৪২,৯০০/= টাকাসহ মোট ৪৫,৯৯৭/০ টাকা উত্তোপির লিপিবদ্ধ পূর্বক স্টেনোগ্রাফার মোঃ রিয়াজুল কবির স্বাক্ষর করেন এবং তাহা পরিশোধ মর্মে বিচারক (ভারপ্রাপ্ত) দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনার স্বাক্ষর সুকৌশলে গ্রহন করেন। আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনার টেনোগ্রাফার ও হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে থেকে ভারপ্রাপ্ত বিচারক জনাব জি,এম, সালাহ উদ্দিন এর স্বাক্ষর জাল করিয়া দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনার ফটোকপি বিল নং- ১১ তারিখ। ৮/২/১২ ইং প্রস্তুত পূর্বক সুকৌশলে ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলনের যাবতীয় কাজ শেষ করিয়া ৩,০৯৭/০০ টাকা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনার সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্যার ইকবাল রোড শাখায় পরিচালিত চলতি হিসাব নং- ৩৩০০০৭৫৭ হতে উত্তোলন পূর্বক আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য উক্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। অতঃপর এজাহারকারী উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে খুলনা খানার এজাহার দায়ের করেন। *বাদীর টাইপকৃত এজাহার প্রাপ্ত হইয়া খুলনা থানার অফিসার ইনচার্জ এজাহার ফরম পূরণ পূর্বক অত্র মামলাটি বুজু করতঃ দুর্নীতি দমন কমিশনকে মাদলাটির তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহন করিতে বলেন। অতঃপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন। সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা এর সহকারী পরিচালক রবীন্দ্র নাথ চাকী আর মামলার তদন্তভার গ্রহণ করিয়া আংশিক তদন্ত কার্য করিয়া তিনি অন্যত্র বদলী হইয়া চলিয়া গেলে পরবর্তী তদন্তভার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা এর সহকারী পরিচালক এম,এইচ, রহমতউল্লাহর মামলার পরবর্তী তদন্তভার গ্রহন করিয়া আসামীসহ সাক্ষীদের নিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাদের জবানবন্দি রেকর্ড করেন এবং বদলী জনিত কারণে অন্যত্র চলিয়া গেলে পরবর্তী তদন্তভার উর্ধতন*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা এর সহকারী পরিচালক মোঃ মহাতাব উদ্দিন অত্র মামলার পরবর্তী তদন্তভার গ্রহন করত। কেস ডকেট পর্যালোচনা করিয়া তদন্ত শেষে আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির এর বিরুদ্ধে অনীত অভিযোগ প্রাথমিকবারে প্রমানিত হওয়ায় তিনি অভিযোগপত্র দাখিলের সুপারিশ করিয়া সাক্ষ্যের স্মারকলিপি দাখিল করেন এবং পরবর্তীতে তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমোদদ থাপ্ত হইয়া আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির এর বিরুদ্ধে খুলনা থানার অভিযোগপত্র নং-১২ তারিখ ২৫/০১/২০১৫ ধারা দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারা তৎসহ ১৯৮৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দাখিল করেন। *মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হইলে বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা আদালত হইতে অত্র মামলার নথি বিচারের জন্য বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ, খুলনা আদালতে প্রেরন করেন। অতঃপর বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ, খুলনা অত্র মামলার নথি বিচার ও নিস্পত্তির জন্য অত্রাদালতে প্রেরন করেন। আদালত অত্র মামলার নথি বিচার ও নিস্পত্তির জন্য বিগত ১৪/৯/১৫ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া রেজিস্ট্রীভূক্ত করেন।* *আদালত বিগত ২৩/৭/১৫ ইং তারিখ আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির এর উপস্হিতিতে দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া আসামীকে গঠিত অভিযোগ পাঠ পূর্বক ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করতঃ বিচারের প্রার্থনা করেন।* *আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে প্রসিকিউশন পক্ষ সর্বমোট ১২ জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করেন। সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত করা হইলে আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির এর উপস্থিতিতে তাহাকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে পুনরায় সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করতঃ সাফাই সাক্ষ্য দিবেন মর্মে বলেন। অতঃপর আসামী পক্ষ ২ জন সাফাই সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ফিরিস্তি সহকারে কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন।* *প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্হাপিত সাক্ষীদের জেরা করার ধরন ও আসামী কর্তৃক উপস্থাপিত সাফাই সাক্ষীর বক্তব্য হইতে প্রাপ্ত আসামী পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, অত্র আসামী সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ। আসামী পক্ষ কোন ভূয়া বিল তৈরী করিয়া বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত বিচারকের কোন স্বাক্ষর জাল জালিয়াতি করিয়া কোন টাকা উত্তোলন করিয়া আত্মসাৎ করে নাই। আসামীকে হয়রানী করিবার উদ্দেশ্যে অত্র মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হইয়াছে।* ***<u>বিচার্য বিষয়</u>*** *(১) আসামী খুলনা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর স্টেনোগ্রাফার হিসাবে*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হিসাব রক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভংগ করতঃ জাল আলিয়াতির মাধ্যমে উক্ত ট্রাইব্যুনালের ফটোকপি বাবদ ৩,০৯৭/= টাকার ভুয়া বিল নং- ১১ তারিখ ৮/২/১২ ইং তৈরী করিয়া ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞ বিচারক জনাব জি,এম, সালাহ উদ্দিন এর স্বাক্ষর জাল করিয়া খুলনা জেলা হিসাব রক্ষন অফিস হইতে পাশ করাইয়া। চেক নং- ২৮৯৩৫৯০ এ ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞ বিচারক এর স্বাক্ষর নিয়া সংশিষ্টে ব্যাংক শাখায় জমা দিয়া ট্রাইব্যুনালের সংশিষ্টে হিসাব হইতে বিগত ১৩/২/১২ ইং তারিখ ৩,০৯৭/৯ টাকা উত্তোলন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে কিনা? *(২) আসাদী দন্ড বিধির ৪২০/৯৭৭ (ক) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সালের ২নং দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে কিনা?* *(৩) প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাদ করিতে সমর্থ হইয়াছে কিনা?* *আলোচনা ও সিদ্ধান্ত* ***বিচার্য বিষয় নং-১-৩*** *অত্র ইস্যু ৩টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও নিস্পত্তির সুবিধার্থে উহা একত্রে অলোচনা ও নিস্পত্তির জন্য লওয়া হইল।* *প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে অস্ত্র মামলা প্রমানের নিমিত্তে সর্বমোট ১২ জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করা হয় এবং আসাদী পক্ষ হইতে ২ জন সাফাই সাক্ষীকে উপস্থাপন করা হয়।* *এখন আলোচনায় আসা যাক প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীগণ তাহাদের জবানবন্দি ও জেরাতে কে কি বলিয়াছেন।* *অত্র মামলার এজাহারকারী রবীন্দ্র নাথ চাকী পি, ডব্লিউ- ১ হিসাবে তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি গত ১৪/২/১১ ইং তারিখ হইতে ২০/৩/১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনাতে সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালে ১৮/৪/১৩ ইং তারিখে বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত বিচারক (জেলা জজ) দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল, খুলনা হইতে দুদক কার্যালয় বরাবরে ১টি লিখিত অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগটি দুদক সজেকা খুলনা ই,আর নং- ৪৩/১৩ রুজু পূর্বক তাহাকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা স্মারক নং- দুদক/বিকা-খুলনা/২০১৩-৪৫১ তাং- ১৮/৪/১৩ইং মোতাবেক তাহাকে অনুসন্ধান করার জন্য নির্দেশ দিলে তিনি তখন ঐ বিষয়টি অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধান শেকে মোঃ রিয়াজুল কবির, পিং- আঃ জলিল হাওলাদার টেনোগ্রাফার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল খুলনা বিজ্ঞ বিচারকের স্বাক্ষর জাল করে ফটোকপি বিল নং- ১১ তাং- ০৮/২/১২ ইং তে বিজ্ঞ বিচারকের যাক্ষর জাল করে বিল প্রস্তুত পূর্বক খুলনা হিসাব রক্ষন অফিল হইতে উহা পাশ করাইয়া ৩,০৯৭/- (তিন হাজার সাতানব্বই) টাকা আত্মসাৎ করেন এবং এই অপরাধে দন্ড বিধির ৪০৯/৯৭৭-এ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় খুলনা খানার মামলা নং- ০৪ তাং- ০২/১০/১৩ইং রুজু করা হয় এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন। এই সাক্ষী উক্ত এজাহার প্রদর্শনী নং- ১ ও উহাতে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী নং- ১/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি অত্র মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ হইয়া মামলাটি তদন্ত করেন। ৩১/১২/১৩ ইং তারিখে তিনি আই, ও নিয়োগ হইয়া গত ৫/২/১৪ ইং তারিখ ১৬-০০ ঘটিকায় মোঃ আলমগীর হাসান, নীরিক্ষা ও হিসাব রক্ষন অফিসার এর অফিস হইতে তাহার উপস্থাপন মতে সাক্ষীদের উপস্হিতিতে দুই আইটেমের রেকর্ড জব্দ করেন এবং জবদ তালিকা প্রস্তুত করেন। এই সাক্ষী উক্ত জবদ তালিকা প্রদর্শনী -২ ও উহাতে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী নং- ২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। দ্রুত বিচার ট্রাইবুবাল খুলনার ডিসেম্বর/১১ এবং জানুয়ারী/১২ মাসের ফটোকপি বিল নং- ১১ তাং- ০৮/২/১২ জব্দকৃত চেক ৬ ফর্দ প্রদর্শনী নং- ৩ সিরিজ, দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল খুলনার কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারী/১২ বেতন বিল বাহার নং- ১৯ তাং- ২০/২/১২ সংগে হিসাব রক্ষন অফিস এর চেক ৬ ফর্দ প্রদর্শনী নং- ৪ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই সাক্ষী পুনঃ তলবে তাহার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, তিনি ২৮/১/১৪ ইং তারিয়ে বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনার বিজ্ঞ বিচারক মোঃ আকতার হোসেন স্বাক্ষরিত স্মারক নং- ০৯ তাং- ২৮/১/১৪ ইং মুলে ৫(পাঁচ) আইটেমের কাগজপত্র তাহার চাহিদা মতে সরবরাহ করেন ঐ অফিস কোর্ট যাহা হইল বিল রেবিষ্ট্রার ৩ ফর্দ প্রদর্শনী নং- ১০ সিরিজ, চেক বই এর মুডি ৮ ফর্দ প্রদর্শনী নং- ১১ সিরিজ, চেক জমা ভাউচার ৮ ফর্দ প্রদর্শনী নং- ১২ সিরিজ, বিল নং- ১১ ৮/২/১২ ইং ৪ ফর্দ প্রদর্শনী নং- ১৩ সিরিজ, বিল নং- ১৯ তাং- ১৯/২/১২ ইং ফর্দ প্রদর্শনী নং- ১৪ সিরিজ দাখিল করিলেন। *উক্ত পি, ডব্লিউ- ১ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, বিজ্ঞ কোর্ট হইতে অভিযোগ পেয়ে উহার ভিত্তিতে প্রাথমিক অনুসন্ধান তদন্ত করে এজাহার দায়ের করেন। এজাহারের পূর্বেই দুদকের অনুমোদন বা অনুমতি নিতে হয়। তিনি এই তর্কিত বিলে কার লেখা বা কে বিল করিয়াছিল তাহার হাতে লেখা বাবদ এক্সপার্ট অপিনিয়ন সংগ্রহ করেন নাই। প্রত্যেক অফিস এর বিসার রক্ষক বিল প্রস্তুত করে এবং এ.জি, অফিস-এ বিল দাখিল করে উহা পাশ করান। অত্র*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের হিসাব রক্ষক হইতেছে কারন উক্ত কোর্টে কোন হিসাব রক্ষক না থাকায় তিনিই বিল প্রস্তুত করিতেন এবং বিল হিসাব রক্ষন অফিস হইতে পাশ করাইতেন। বিল নং- ১১ তাং- ০৮/২/১২ এর হিসাব রক্ষন অফিস ঢেক দিলো ০৮/২/১২ ইং যাহাতে টাকা ৩,০৯৭৬০০ টাকা বিলে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করিয়া পাশ করিয়াছেন অত্র আসামী অর্থাৎ এই বিলের আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করে জমা দেওয়া হয়েছে। এই বিচারকের স্বাক্ষর আসামী রিয়াজুল কবির নিজে জাল করিয়া নিজেই বিচারক সেজে এই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তদের বক্তব্য শুনিয়া তিনি অর্থাৎ অভিযুক্ত উহা জাল বলিয়াছেন এবং সে মর্মে এজাহার দায়ের করিয়াছেন। এই জন্য তিনি সংশিষ্টে রেকর্ডপত্র অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের বক্তব্য প্রবন করিয়া ইহ্যকে জাল বলিয়াছেন তবে তিনি কোন এক্সপার্ট করান নাই। আসামীর বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় মামলা রুজু হয়। এই বিভাগীয় মামলাটি যুগ্ম জেলা জজ মহোদরকে তদন্ত করিতে দেয় মর্মে শুনিয়াছেন। সংশিষ্টে কোর্টে হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর কোন পদ আছে কিনা জানা নাই তবে ঐ কোটে বিলসহ যাবতীয় কাজ অত্র আসামী করিত। সংশিষ্ট ট্রাইব্যুনালে আর ১ জন পিয়ন এবং ১ জন জারীকারক আছে ঠিক। উক্ত কোর্টের মাজহাবুল সব বিল লেখা লেখি করে কিনা জানেন না। পিয়ন সাইফুল ইসলাম উক্ত কোর্টে বিল হিসাব রক্ষন অফিসে পৌঁছে দেয় ঠিক এবং ঐ অফিস হইতে বিলের চেকও সেই নিয়া আসে। অত্র এজাহার দায়ের করার সময় উক্ত কোর্টের বিচারক কে ছিলেন উহা বলিতে পারিতেছেন না এবং এফ, আই, আর দায়ের কালে বিচারক কে ছিলেন উহা তিনি জানেন না। তিনি এফ, মাই,আর দায়ের কালে তিনি সংশিষ্টে কোর্টের বিচারকের কোন অনুমতিপত্র গ্রহণ করেন নাই। *পি, ডব্লিউ- ২ মোঃ লিয়াকত আলী তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, অনুমান প্রায় ২ বছর পূর্বে ঘটনা। দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল, খুলনার কর্মচারী তথ্য টেনোগ্রাফার রিয়াজুল কবির তাহার নিজ কোর্টের ১টি বিল দ্রুত বিচারের বিচারকের স্বাক্ষর জাল করিয়া ৩,০৯৭/= টাকার ১টি বিল করিয়া উয়া হিসাব রক্ষন অফিসে দাখিল করিয়াছিলেন। পরে ঐ বিলের টাকা অত্র আসামী উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি জানাজানি হলে তিনি নাজির হিসাবে বিজ্ঞ জেলা জজ খুলনাকে বিষয়টি জানান। তিনি বিগত ২৮/০৮/১২ ইং তারিখ মাননীয় বিচারক (জেলা জজ) দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনাকে লিখিতভাবে জানান যাহা তিনি প্রদর্শনী নং-৫ এবং উহাতে প্রদত্ত তাহায় স্বাক্ষর যাহা তিনি প্রদর্শনী নং- ৫/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন।*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উক্ত পি,ডব্লিউ- ২ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, ঘটনাস্হলটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনায়। ঘটনাস্হলের হিসাব শাখার সহিত তাহার কাজের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি লোক মুখে ঘটনা শুনিয়াছেন, তবে তাহাদের নাম তাহার মনে নাই। কত টাকার বিষয়ে ঘটনা ঘটিয়াছে উহা সঠিক তাহার মনে নাই। তখন অত্র আসামী নিজে বিল করিয়াছেন। উক্ত শাখায় তখন কোন হিসাব রক্ষক ছিল না। তখন উক্ত কোর্টে ১জন পিয়ন এবং ১ জন স্টেনোগ্রাফার ছিল মাত্র। অফিসের চেকে বেতন হয় এবং ঐ চেক অফিসের পিয়ন আনা-নেওয়া করে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মোট কতজন কর্মচারী কাজ করে উহ্য তিনি জানেন না। ঘটনা তিনি লোকমুখে শুনিয়াছেন এবং পরে বাস্তবে ঘটনাটি দেখিয়াছেন। *পি.ডব্লিউ- ৩ মোঃ সিরাজুল ইসলাম তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ০৫/৬/১৭ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ স্যার ইকবাল রোড শাখায় ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় এর স্মারক নং- ১৩৩০ তাং- ০৫/৬/১৩ মূলে তাহার কাছে ২টি চেকের সত্যায়িত ফটোকপি, এ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট চেয়েছিলেন এবং তিনি উহা স্যাইরো/প্রশা/৮০১ তারিখ ১৯/৬/১৩ ইং মূলে সহকারী পরিচালক, দূদক, খুলনা বরাবরে ফরোয়ার্ডিংসহ ৩ ফর্দ কাগজপত্র পাঠান যাহা তিনি বাদর্শনী নং- ৬-৬ (খ) হিসাবে চিহ্নিত করেন।* *উক্ত পি,ডব্লিউ- ৩ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, এই মামলার অভিযোগ কি উহা তিনি জানেন না। আসামীকে তিনি চিনেন না। চেক ২টির ১টিতে ৪২,৯০০/= টাকা এবং অপরটিতে ৩,০০০/= টাকার কিছু বেশী টাকা হইবে। উক্ত চেক ২টি দিয়া তাহার ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলন করিয়া নিয়াছেন। উক্ত স্মারকে কোন জাল জালিয়াতির কথা বলা হয় নাই। নালিশী ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবগত নন। শুধু ব্যাংকের চিঠির বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন।* *পি,ডাব্লিউ-৪ মোঃ মাজাবাবুল ইসলাম তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি খুলনা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে কর্মরত থাকাকালে তাহাদের কোর্টে হিসাব রক্ষক পদটি শূন্য থাকায় টেনোগ্রাফার ঐ শুন্য পদে হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন রিয়াজুল কবির। তাহার কোর্টের বিচারকের মৌখিক নির্দেশে অত্র হিসাব রক্ষক মোঃ রিয়াজুল কবিরকে তাহার কাজের সহ্যরতা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাহাদের কোর্ট ২০১০ সনে অনেকগুলি রায় প্রকাশিত হয় যাহার জন্য এই রায়ের অনেকগুলি ফটোকপি করা হয় কে. সি.সি মার্কেটের ইসলাম টেলিকম ফটোস্ট্যাট এর দোকান থেকে। ঐ ফটোস্ট্যাট দোকানে ১৬১৩ পৃষ্ঠার ফটোকপি করার বিল বাকী ছিল। দ্রুত*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি রিকুইজিশন ক্লিপ দেখে তিনি ঐ ১৬১৩ পৃষ্ঠার ফটোকপি করার একটি বিল প্রস্তুত করিয়া অত্র আসামীর নিকট দেন। *উক্ত পি,ডব্লিউ-৪ আসামী পক্ষের জেরার বলেন যে, অত্র আসামী কোথায় বসিয়া জাল জালিয়াতির ঘটনা বা অর ঘটনা ঘটায় উহা সুনির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। ঐ ঘটনার তারিখ বলিতে পারেন না। তাহারা দ্রুত বিচার কোর্টে বিচারক বাদে মোট ০৬ জন টাক আছেন। তাহাদের কোর্টে হিসাব রক্ষক বলে কোন পদ নাই। ঐ ১৬১৩ পৃষ্ঠার বিল তিনি প্রস্তুত করেন। এই বিলটি এ,জি, অফিসে ষ্টাফ সাইফুল ইসলাম নিয়া যায়। এই ষ্ট্যাফ সাইফুল এ.জি, অফিস হইতে চেক আনয়ন করেন। ঐ এজি অফিসের চেক জমা দিয়া কত টাকা উত্তোলন করে উহা তাহার জানা নাই। ৩,০৯৭/= টাকা ভ্যাট বাদে নালিশী ইসলাম টেলিকমের টাকা চেক ভাংগিয়ে পরিশোধ করা হয়। নালিশী বিলের সংগে একই দিন অন্য ১টি বিল এ কি, অফিসে যায় কিনা উহা তাহার জানা নাই। ঐ এজি অফিস হইতে ২টি চেক ঐ দিন উত্তোলন করা হয় কিনা উহা তাহার জানা নাই। নালিশী বিলের সহিত ঐ দিন তিনি আরও ১টি বিল প্রস্তুত করেন কিনা ইহা তাহার স্বরন নাই। ২০১০ সনের বিল তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। নালিশী ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু তাহার জানা নাই তবে আংশিক জানা আছে।* *পি, ডব্লিউ- ৫ মোঃ সাইফুল ইসলাম তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এম, এল,এস,এস, পদে চাকুরী করেন। তাহাদের অফিসের যাবতীয় বিল এ.জি অফিসে তিনি নিয়া যান এবং এ.জি, অফিস হইতে চেক গুলি তিনি আনয়ন করেন। তাহাদের অফিসে কোন ক্যাশিয়ার না থাকায় এই ক্যাশিয়ারের দায়িত্বে ছিলেন রিয়াজুল কবির যাহাকে তিনি ডকে সনাক্ত করেন। তিনি যাবতীয় বিল হিসাব রক্ষন অফিসে জমা দেন এবং পরবর্তী ঐ বিলের ঢেক ইস্যু হইলে ঐ চেকও তিনি ব্যাংকে জমা দেন। পরবর্তীতে ঐ জমাকৃত ঢেকের বিপরীতে তাহার কোর্টের বিচারকের কাছ থেকে স্বাক্ষরিত চেক নিয়া ঐ টাকা উত্তোলন করেন তিনি। আসামী ফটোকপি করা বিলের টাকা উত্তোলন করিয়া নিয়াছেন।* *উক্ত পি, ডব্লিউ- ৫ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, ঘটনা ঘটিয়াছে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা অফিসে। ঘটনার সময় তাহারা এই অফিসে ৩৫ জন ষ্টাফ ছিলেন। তাহাদের অফিসে হিসাব রক্ষক কোন পদ নাই। ঘটনার তারিখ মনে নাই, তবে ৩,০৯৭/৬ টাকার বিলের টাকা নিয়া অত্র কেস যাহা বলিয়াছেন। বিল প্রস্তুত করিয়া জারীকারক মাজাহারুল ইসলাম এবং বিল*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তিনি হিসাব রক্ষণ অফিসে নিয়া যান এবং এই বিলের চেকগুলি তিনিই নিয়া আসেন। ইসলাম টেলিকমে পাওনা বাবদ বিলটি ছিল ঠিক। ইসলাম টেলিকমে ঐ পাওনা টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। এই বিলগুলি বা বিলটি কোন সনের ইহা বলিতে পারিতেছেন না। নালিশী বিলের সংগে অন্য আরেকটি বিল এ জি অফিসে নিয়া যান কিনা স্বরণ নাই। নালিশী ঘটনা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ জানেন না। দুদকের মাধ্যমে তিনি বিষয়টি জানিয়ছেন। *পি, ডব্লিউ- ৬ মোঃ আলমগীর হাসান তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি খুলনার জেলা হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত আছেন এবং বিগত ০৫/২/১৪ ইং তারিখে ১৬-০০ ঘটিকায় তাহার অফিস থেকে তাহার উপস্থাপন মোতাবেক বিল। ও ভাউচারগুলি আই, ও রবীন্দ্র নাথ চাকী জবদ করেন। জবদ তালিকা করার পর উহাতে তিনি স্বাক্ষর করেন। এই সাক্ষী উক্ত জরদ তালিকা প্রদর্শনী নং- ২ ও উহাতে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর যাহা তিনি প্রদর্শনী নং- ২/২ হিসাবে চিহ্নিত করেন।* *উক্ত পি,ডব্লিউ- ৬ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, তিনি বিভাগীয় হিসাব রক্ষন কর্মকর্তার কার্যালয়ে এখন কর্মরত আছেন। জবদ তালিকা করেন ০৫/২/১৪ ইং তারিখে এবং ঐ দিন কাগজপত্র জবদ করেন। ঐ জবদকৃত কাগজপত্র কোন তারিখ ছিল উত্ত্য তিনি বলিতে পারছেন না। তিনি মামলার বিষয়ে তেমন কিছু জানেন না, তবে শুনিয়াছেন মাত্র। তিনি আই, ও এর নিকট বক্তব্য দিয়াছেন এবং বিষয়টি শুনিয়াছেন।* *পি, ডব্লিউ- ৭ হরিসেবক অধিকারী তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৫/২/১৪ ইং তারিখে তাহাদের অফিস হইতে ১৬-০০ ঘটিকায় অত্র মামলার আই, ও জবদ তালিকার ৪ নং ক্রমিকের "ক" ও "খ" এ বার্নিত আলামত জবন তালিকা মূলে জবদ করিয়াছেন এবং তিনি জবদ তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সাক্ষী উক্ত জবদ তালিকায় প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী নং- ২/৩ হিসাবে চিহ্নিত করেন।* *উক্ত পি,ডব্লিউ-৭ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, তিনি পূর্বে হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা হিসাবে খুলনার কর্মরত ছিলেন। তবে এখন রামপাল থানাতে কর্মরত আছেন। তাহায় খুলনা অফিসে কর্মরত থাকাকালে কিছু কাগজপত্র তাহাদের খুলনা অফিস থেকে জবদ করা হয়। শুধু বিল জবদ করা হয়, তবে ঐ বিলের তারিখ তাহ্যর মনে নাই। তবে সম্ভবতঃ ২০১২ সনের বিল মনে হচ্ছে। অত্র মামলার বিষয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। জবদ তালিকা পড়িয়াছেন, উহাতে সব লেখা আছে। দুদক অফিস বিল চাহিলে তাহারা উহা প্রদান করেন।* *পি, ডব্লিউ- ৮ কমল কৃষ্ণ ভরদ্বাজ তাহ্যর প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যে, খুলনা খানার মামলা নং- ৪ তারিখ ২/১০/১৩ ইং সংক্রান্তে কিছু কাগজপত্র এর স্বাক্ষরের তুলনা মূলক পরীক্ষার জন্য তথা এক্সপার্ট অপিনিয়ন এর জন্য ২৪/৭/১৪ ইং তারিখে উহা পান। এই ডকুমেন্ট গুলি খুলনাস্থ দুদকের এ.ডি, এম,এইচ রহমত উলাহে পাঠান। এই কাগজের মধ্যে খুলনার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত বিচারকের স্বাক্ষরের মধ্যে তর্কিত স্বাক্ষর সমূহকে তিনি "খ" সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেণ। উক্ত বিচারকের স্বীকৃত স্বাক্ষরগুলিকে "খ" সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং তাহার নমুনা স্বাক্ষর সমূহকে "ক" সিরিজ হিসাবে। চিহ্নিত করেন। এই "ক" সিরিজ এবং "খ" সিরিজের সংগে "গ" সিরিজের তর্কিত স্বাক্ষরগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিক তুলনা মূলক পরীক্ষায় অমিল পান এবং গড়মিল পান। এজন্য তিনি তাহার এক পাতার মতামত গত ২৫/৮/১৪ ইং তারিখে প্রনয়ন পূর্বক যথারীতি খুলনা দুদকে প্রেরন করেন, সংগে আলোকচিত্রসহ আনুসাঙ্গিক কাগজপত্র প্রেরন করেন। এই সাক্ষী তাহার ২৫/৮/১৪ ইং তারিখের সংশিষ্টে প্রতিবেদন মোট ২৭ ফর্দ যাহার মধ্যে পূর্বে ১০ ফর্দ ইতিমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং আজ বক্রী ১৭ ফর্দ দাখিল করেন যাহা তিনি প্রদর্শনী নং- ও সিরিজ এবং উহাতে প্রদত্ত তাহ্যর স্বাক্ষর যাহ্য তিনি প্রদর্শনী নং- ৭/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। *পি, ডব্লিউ- ৮ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, ১৯৮১ সনে তিনি পুলিশ বিভাগে চাকুরীতে যোগদান করেন এস,আই, পদে। হস্তরেখা বিষয়ে তিনি ট্রেনিং প্রাপ্ত হন এবং ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর এবং থাইল্যান্ডে পর্যায়ক্রমে হস্তরেখা বিষয়ে ট্রনিং করেন এবং প্রশিক্ষন গ্রহন করে এবং ২০০০ সন হইতে ২০১৫ সন পর্যন্ত হস্তলিপি বিশারদ হিসাবে কাজ করেন। খুলনার দুদক থেকে তাহাকে যাবতীয় কাগজপত্র দিয়াছে। হস্তলিপি এবং হস্তরেখা পৃথক পৃথক বিষয় ঠিক। খুলনার দুদক অফিস হইতে তাহাদের কাছে ১৫ পাতার ডকুমেন্ট পাঠায় যতদুর তাহার মনে পড়ে। ক সিরিজ নমুনা স্বাক্ষর ৫ পাত্য। খ সিরিজ স্বীকৃত স্বাক্ষর ৫ পাতা, গ সিরিজ তর্কিত স্বাক্ষর ৫ পাতা যাহা তাহাদের অফিসে পাঠানো হইয়াছে। ডিসেম্বর, ২০১১, জানুয়ারী, ১২ বেতন বিলের কাগজপত্র, ইসলাম টেলিকমের ক্যাশ মেমোতে ডিসপুটেড স্বাক্ষর গুলি ছিল। গ হইতে গ-৫ পর্যন্ত ডিসপুটেড ৬টি স্বাক্ষর ছিল। স্বাক্ষর গুলি পেয়ে পি, আর, বি অনুযায়ী তিনি স্বাক্ষরগুলির সিরিজ নিজে পরীক্ষা করেন। অত্র আসামী জজ মহোদয়ের স্বাক্ষর করিতে যেয়ে বহু অমিল করে নিজে জজ সাহেবের স্বাক্ষর করিয়াছেন। অর্থাৎ মুল জজ সাহেবের স্বাক্ষরের সহিত অত্র ডিলপুটেড স্বাক্ষরের কোন মিল পান নাই। দুদকের রহমত উলাহে জজ সাহেবের ভিন্ন ভিন্ন করা কিছু স্বাক্ষর গ্রহন করে এবং ডিসপুটেড স্বাক্ষর এর তুলনা করার জন্য উহা*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তাহাদের অফিসে প্রেরন করেন। জজ সাহেবের স্বীকৃত সাক্ষরের সংগে অত্র ডিসপুটেড স্বাক্ষরের কোনই মিল পান নাই। *পি.ডব্লিউ- ৯ এম, এইচ, রহমত উল্লাহ তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি গত মার্চ ১৪ হইতে ১৩/৭/১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত দুদক সজেকা খুলনায় কর্মরত থাকাকালে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গত ২০/৫/১৪ ইং তারিখে অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহন করেন এবং আসামী রিয়াজুল কবিরসহ ৩জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাহাদের বক্তব্য সি, আর পি সি এর ১৬১ ধারা মতে রেকর্ড করেন। অতঃপর গত ১৭/৬/১৪ ইং তারিখে জেলা জজ জি,এম, সালাউদ্দীন এর নমুনা স্বাক্ষর গ্রহন করেন। উক্ত নমুনা স্বাক্ষর গ্রহনকালে তৎকাধীন বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, দ্বিতীয় আদালত, খুলনা জনাব মোঃ শওকত আলী সনাক্তকারী সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থেকে উক্ত কাগজে স্বাক্ষর করেন। এরপর তিনি বদলী জনিত কারনে চট্টগ্রামে চলিয়া গেলে কেস ডকেটটি দুদক অফিসে দিয়া যান। এই সাক্ষী তাহার নেওয়া ৫ ফর্দ নমুনা স্বাক্ষর ও সীট প্রদর্শনী নং- ৭(ড), ৭(ঢ), ৭ (ণ), ৭(ত), ৭(থ) হিসাবে এবং উহাতে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর যাহা তিনি প্রদর্শনী নং- ৭(ড), ৭(ঢ), ৭ (ণ), ৭(ত), ৭(থ)/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন।* *উক্ত পি, ডব্লিউ- ৯ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, ২/৯০/১৩ ইং তারিখ তিনি খুলনায় কর্মরত ছিলেন না। তিনি ২০১৪ সনের মার্চের শেষে এসে খুলনা অফিসে যোগদান করেন। তিনি তদন্তভার পেয়ে বিষয়টি জানেন। তিনি আসামী বা অন্য ব্যক্তির নয় শুধু বিতর্কিত স্বাক্ষরগুলি সংশিষ্টে ব্যক্তি হইতে নমুনা স্বাক্ষর গ্রহন করা হয়। ঘটনাস্থল দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা অফিস হইতেছে। এই দ্রুত বিচার আদালতে কত জন কর্মচারী আছে জানেন না। তবে তখন এই কোর্টে কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন এবং কাহার কি ভূমিকা ছিল ঘটনা সম্পর্কে উহা জিজ্ঞসাবাদ করেছেন। তিনি ৩ জনকে পান। এই মামলার অভিযোগ হইল তৎকালীন দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিচারকের স্বাক্ষর জাল করিয়া ভবিষ্যৎ তহবিলের ১টি বিল আহাতে একাধিক ব্যক্তির নাম ছিল। এজাহারে ১টি বিলের কথা বলা হয়েছে। তিনি সম্পূর্ণ তদন্ত করেন নাই। ফটোকপির দোকানে কোন জিজ্ঞাসাবাদ তিনি করেন নাই, তবে পরবর্তী আই, ও বিষয়াট বলিতে পারিবেন। তিনি শুধু নমুনা স্বাক্ষর গ্রহন করিয়াছেন এবং ৩ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞসাবাদ করিয়াছেন। তিনি আংশিক তদন্ত করিয়াছেন এবং তারপর বাদলী হইয়া যান। ঘটনা নিয়া বিভাগীয় কোন মামলা হয় কি না জানেন না।* *পি. ডাব্লিউ- ১০ জি,এম, সালাহ উদ্দীন তাহার প্রদত্ত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি গত ৮/২/১২ ইং তারিখে জেলা ও দায়রা অজ হিসাবে খুলনাতে কর্মরত থাকাকালে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা কোর্টের অতিরিক্ত দায়ীত্বে ছিলেন। এই সময় দ্রুত বিচার আদালতে তখন মোঃ রিয়াজুল কবির টেনোগ্রাফার ছিল। তখন ঐ আদালতে কোন হিসাব রক্ষক না থাকায় উক্ত বিয়াজুল কবির ঐ হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করে এবং ঐ অফিসের যাবতীয় বিল সে প্রস্তুত করিত এবং চেক ক্যাশ করিত। ঐ সময় অত্র আসামী রিয়াজুল কবির তাহার স্বাক্ষর জাল করিয়া ভূয়া বিল করিয়া টাকা উত্তোলন করিয়াছে মর্মে ষ্টাফদের নিকট থেকে জানিতে পারেন। তখন তিনি ঐ ট্রাইব্যুনালের বিল, বিল রেজিষ্ট্রারসহ সংশিষ্টে কাগজপত্র তলব করিয়া আনিয়া যাচাই বাছাই করেন। তখন তিনি। দেখিতে পান যে, ০৮/২/১২ ইং তারিখ ১১ নং বিল চেক (তল্লাশী) করিয়া দেখিতে পান ঐ বিলে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে যেখানে যেখানে তাহার স্বাক্ষর ব্যবহার করা বা দেওয়া হইয়াহে ঐ স্বাক্ষরগুলো তাহার নয়। তখন আরও দেখিতে পান যে, ঐ বিলটিতে তাহার স্বাক্ষর জাল করিয়া হিসাব রক্ষন অফিসে উহা উপস্থাপন করিয়া ৩,০৯৭/= টাকা অবৈধভাবে উত্তোলন করা হইয়াছে। ঐ সময় ঐ কোর্টের স্টাফদের বেতন বিলের টাকার সহিত ঐ একই ঢেকে অত্র টাকাগুলি সংযুক্ত করিয়া ৪২,৯০০/= এবং ৩,০৯৭/৯ টাকা সর্বমোট ৪৫,৯৯৭/০ টাকা উত্তোলন করে অত্র আসামী অসৎ উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করিয়াছে। এই বিষয়টি তিনি জেলা জজ আদালতের নায়েব নাজির লিয়াকত আলীর মাধ্যমে জানিতে পারেন। এই বিষয়টি তিনি নিশিচত হওয়ার পর বিষয়টি তিনি দুর্নীতি দমন অফিস, খুলনাতে ২৯/৮/১২ ইং তারিখ লিখিতভাবে অভিযোগ আকারে জানান। সারক নং- ২২/জি তারিখ ২৯/৮/১২ ইং মূলে তিনি বিষয়টি পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, খুলনার কার্যালয়কে জানান যাহা তিনি প্রদর্শনী নং-৮ এবং উহাতে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী নং- ৮/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। এরপর ঐ কমিশনের আই, ও ঐ বিলে তাহার স্বাক্ষর কিনা উহা এক্সপার্ট করানোর জন্য প্রত্যেক পাতায় ১০টি করিয়া মোট ৫টি ফর্দে ৫০টি স্বাক্ষর গ্রহন করেন। এরপর তাহার এই নমুনা স্বাক্ষর নিয়া আই, ও উহা এক্সপার্ট অপিনিয়ন এর জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহার ৫টি ফর্দের প্রতি ফর্দে ১০টি করিয়া নতুন স্বাক্ষর যুগ্ম জেলা জজ জনাব মোঃ শওকত আলীর উপস্থিতিতে এম, এইচ, রহমতুলরাহ গ্রহন করিয়াছিলেন আদালতের মাধ্যমে। এই কেস নথীতে রক্ষিত বিল নং- ১১, তারিখ ৮/২/১২ এ "আদায়ের বিলের উদ্ধৃতি-ক", ক্রয় সরবরাহ ও সেবা বাবদ ব্যয়ের বিল, চালান ফরম টি, আর, ফর্ম নং-৬ (এম,আর,৩৭ দ্রষ্টব্য), ইসলাম টেলিকম এর ২৯/১২/১১ ইং তারিখের ভাউচারের তর্কিত স্বাক্ষর তাহার নয় (সাক্ষী দেখিয়া

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উহা বলেন) এবং এই স্বাক্ষরগুলি জাল করিয়া উত্ত্য দেওয়া হইয়াছে। তদন্তকালে আই, ও তাহাকে জিজ্ঞসাবাদ করিয়াছেন। *উক্ত পি,ডব্লিউ- ১০ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, তিনি অনুমান ৩/৪ মাস অতিরিক্ত দায়ীত্বে ছিলেন এই ঘটনার সময়। তাহার এই কোর্টের দায়িত্বে থাকাকালে শুধু এই বিল ভাউচার নয় অন্যান্য অনেক বিল ভাউচার স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঘটনার সময় দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে মোট কতজন কর্মচারী ছিলেন উহা বলিতে পারিতেছেন না। এই ট্রাইবুনালের যাবতীয় বিল ভাউচার আর আসামী প্রস্তুত করে স্বাক্ষর করিত এবং উপস্থাপন করিত। নালিশী বিল তাহার সামনে প্রস্তুত করা হয় নাই। ঐ অফিসের অন্যান্য বিলও তাহার সমানে প্রস্তুত করা হইত না। কোন কর্মচারী ঐ অফিসের বিল এ জি, অফিসে নিয়া যায় উর্য তিনি জানেন না। ঐ এ জি অফিস হইতে চেক কে সংগ্রহ করিত উহা তাহ্যর স্মরন নাই। নালিশী বিলটি কত পরিমান ফটোকপি সংক্রান্ত উহা স্বরণ নাই। অত্র আসামী কোন ফটোকপি দোকান হইতে উত্ত্য ফটোকপি করিয়াছে উত্ত্য তাব্যর জানা নাই। উক্ত তর্কিত বিলের টাকা উহার মালিককে পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা জানা নাই। প্রথমে টাফদের কথাতে বিষয়টি জানিতে পারেন এবং পরবর্তীতে ফাইল পরীক্ষা করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা হয় যে, ইহ্য জাল করা হইয়াছে। ঐ ফটোকপির মালিককে উক্ত টাকা দেওয়া হয় কিনা জানা নাই।* *পি,ডব্লিউ- ১১ মোঃ মহাতাব উদ্দিন তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি গত ২৮/৭/২০১৪ ইং তারিখ হইতে ১৯/৭/১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত দুদক সজেকা খুলনাতে সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালে গত ১৫/৯/০৩ ইং তারিখে অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহন করিয়া কেস ডকেট পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, আসামী রিয়াজুল কবির টেনোগ্রাফার কাম হিসাব রক্ষক, দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল, খুলনাতে কর্মরত ছিলেন। এই আসামী জালিয়াতি ও অপব্যবহারের মাধ্যযে ঐ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যপালের ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞ বিচারক জনাব জি,এম, সালাউদ্দীন এর সহি স্বাক্ষর জাল করিয়া ঐ ট্রাইবুনালের ফটোকপি বিল নং- ১১ তাং- ০৮/২/২০১২ ইং প্রস্তুত করিয়া ৩,০৯৭/= টাকা সুকৌশলে ব্যাংক হইতে উত্তোলন করিয়া আত্মসাৎ করে যাহার জন্য দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারাসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করেন। অর মামলাটি তদন্তকালে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা জনাব সালাউদ্দীন মহোদয়ের সি,আর,পি.সি এর ১৬১ ধারা মতে জবানবন্দি গ্রহন করেন। তিনি অর্থ বিষয়ে ট্রেজারী বিষয়ে আইন কানুন তিনি পর্যালোচনা করেন। এই ক্ষেত্রে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমান পেয়ে সাক্ষ্য সারক দাখিল করেন। এরপর দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধন কার্যালয়, ঢাকা এর স্মারক নং- দুদক/অনু ও তদন্ত-১/সি-৩৭/২০১৩/খুলনা/১২২২ তারিখ ১৪/১/১৫ মোতাবেক অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া অত্র আসামীর বিরুদ্ধে খুলনা সদর খানার চার্জসীট নং- ১২ তারিখ ২৫/১/১৫ ইং ধারা দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) এবং ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় চার্জশীট দাখিল করেন। *উক্ত পি,ডব্লিউ- ১১ আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, মামলার এজাহারটি ০২/১০/১৩ ইং তারিখে দায়ের হয় যাহা সহকারী পরিচালক রবীন্দ্র নাথ চাকী দাখিল করেন এবং ০২/১০/১৩ তারিখে এফ,আই, আর দায়ের হয়। তাহাকে ১৫/৯/১৪ ইং তারিখ আই,ও হিসাবে নিয়োগ করে এবং এই তদন্ত তিনি ২৫/১/১৫ ইং তারিখ তদন্ত শেষ করিয়া চার্জশীট দাখিল করেন। ঘটনাস্থল হইল দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল খুলনা এর কার্যালয়। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া তদন্ত করিয়াছেন। তখনকার বিচারকের মৌখিক এবং টেলিফোনে সম্মতি নিয়া ঐ ট্রাইব্যুনালে প্রবেশ করিয়া তদন্ত করিয়াছেন। ঘটনার সময় জনাব সালাউদ্দীন জেলা জজ এই ট্রাব্যুনালের দায়ীত্বে ছিলেন। ঘটনাস্থলের কোর্টে মোট কতজন কর্মচারী তখন কর্মরত ছিল উহা জানেন না। অত্র আসামী এই কোর্টে হিসাব রক্ষকের দায়ীত্বে ছিল এয়াড়া অন্য কোন কর্মচারী কি দায়ীত্বে ছিল উহা জানা নাই। দ্রুত বিচার ট্রইবানালে মূলত হিসাব রক্ষকের কোন পদ ছিল কিনা জানেন না। অত্র আসামী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিচারকের স্বাক্ষর জাল করিয়া বিল ভাউচার তৈরী করেন। ঐ বিল হিসাব রক্ষন অফিসে প্রেরন করিয়া চেক গ্রহন করিয়া ৩,০৯৭/৯ টাকার চেক জমা দিয়া উক্ত টাকা উত্তোলন করিরা আসামী নিজে উহ্য আত্মসাৎ করিয়াছে। আসামী ১ টি বিলের মাধ্যমে ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। ঐ একটি বিলে ২টি ভাউচার পাওয়া গেছে যাহার ১টি বিলের টাকা হইল ১,৬৪২/ টাকা অপর বিলটি ১,৫৮৪/- টাকার ছিল। ঐ ২টি বিল হইতে ভ্যাট বাদ দেয়া হয় ১২৯/= টাকা। এই বিল ফটোকপি বাবদ বিল ছিল। নালিশী বিল আসামীর তত্তাবধানে হইয়াছে তবে এই বিলের লেখাগুলি কার হাতের লেখা উহা জানেন না। এই বিলটি হিসাব রক্ষন অফিসে এম,এল,এস,এস, সাইফুল ইসলাম নিয়া যায়। নালিশী বিলটি ০৮/২/১৫ ইং তারিখে এ.জি, অফিসে জমা হয়। এই বিল এ.জি, অফিসে পাশ হওয়ার পর চেক হইয়াছে এবং উক্ত ঢক এবি, অফিস হইতে এম,এল,এস,এস, এঐ চেকটি নিয়া আসে। এই এম,এল,এস,এস, এর নাম সাইফুল ইসলাম এইতেছে। উক্ত ঢেকে টাকা ছিল ৩.০৯৭/১০ টাকা যাহার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখ ছিল ০৯/২/১২ ইং। এই চেকটি এনে সে অত্র আসামী রিয়াজুলকে দেয়। এই চেকটি এনে সে সোনালী ব্যাংক লিঃ স্যার ইকবাল রোড শাখা খুলনাতে ঐ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের হিসাবে জমা দেয়। অতঃপর অত্র অসাহী চেক নং- ২৪৯৩৫৯০ তাং- ১০/২/১২ ইং মূলে ঐ ৩,০৯৭/৯ টাকা ঐ ব্যাংক হইতে উত্তোলন করিয়াছে যাহার ফটোকপি কোর্টে দাখিল করিয়াছে যাহার সত্যায়িত ফটোকপি প্রদর্শনী নং- ৬(ক) হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। এই সাইফুল ব্যাংক হইতে টাকা তুলিয়া অত্র আসামীকে দিয়াছেন। এই মর্মে সাইফুল সি, আর পি সি এর ১৬১ ধারায় ১টি স্টেটমেন্ট দিয়াছে যাহা নথীতে আছে। অত্র আসামী মোঃ রিয়াজুল কবিরের সহি স্বাক্ষর ও লেখাকে কোন এক্সপার্ট করানো হয় নাই। তিনি যখন ঘটনার তদন্ত করেন তখন দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক ছিলেন জনাব আক্তার হোসেন। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হিসাব রক্ষকের কোন পদ নাই তবে আর আসামী ঐ হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে ছিল। ফটোকপি দোকানদারকে সাক্ষী করেন নাই। ঐ ফটোকপির দোকানদারকে ফটোকপির বিসের ৩,০৯৭/- টাকা পরিশোধ করা হয় কিনা জানা নাই। *পি,ডব্লিউ- ১২ মোঃ শাহাবুদ্দীন আজাদ তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি খুলনা সদর থানায় তারযাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে ০২/১০/১৩ ইং তারিখে এজাহার পেয়ে এফ, আই, আর ফরম পুরন করিয়া অত্র মামলাটি রেকর্ড করেন এবং উহাতে স্বাক্ষর করেন। এই সাক্ষী উক্ত এক, আই, আর ফরম প্রদর্শনী নং- ৯ এবং উহাতে প্রদত তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী নং- ৯/১ ও ৯/২ এবং এজাহারে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী নং- ৯/৩ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আসামী পক্ষ হইতে এই সাক্ষীকে কোন জেরা করা হয় নাই।* *আসামী পক্ষের উপস্থাপিত ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ রিয়াজুল কবির সাফাই সাক্ষী হিসাবে তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি এখন দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্টেনোগ্রাফার পদে কর্মরত আছেন। ঘটনার সময় বিজ্ঞ জেলা জজ জনাব সালাউদ্দীন সাহেব তাহাদের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারকের দায়ীত্বে ছিলেন। তাহাদের অফিসের কার্যাবলী তিনি এবং ভারপ্রাপ্ত এ,ও সাইফুল ইসলাম উভয়েই ঐ বিচারকের নিকট হইতে সহি স্বাক্ষর করাইতেন। নালিশী বিল ২টি তম্মধ্যে ১টি বেতন বিল এবং অন্যাট ফটোকপির বিল হইতেছে। তিনি ঐ বেতন বিল যাহার পরিমান ছিল ৪২,৯০০/= টাকা ঐ বিচারক দ্বারা সহি স্বাক্ষর করাইয়াছেন। ঐ বিল পাশ করিয়া এসে ঐ ৪২,৯০০/= টাকার চেক ঐ বিচারক হইতে সই স্বাক্ষর করিয়া নেন। অন্য ফটোকপি বিলটি কবে সহি স্বাক্ষর করানো হয় উহ্য তিনি জানেন না। বিজ্ঞ*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিচারক সালাউদ্দীন স্যার বেতন বিল এবং এই ফটোকপি বিল একত্রে তাহার সহি স্বাক্ষর একই সময়ে নেওয়া হইয়াছে মর্মে যে অভিযোগ করিয়াছেন উহা ঠিক নয়। এই মামলার তর্কিত ফটোকপি বিল এবং বেতন বিল গুলি তিনি প্রস্তুত করেন নাই, তবে উহা পি,ডব্লিউ- ৪ মাজাহারুল ইসলাম প্রস্তুত করেন। চেক লেখা, বিল রেজিস্ট্রার লেখা ঐ পি,ডব্লিউ- ৪ করেন। ৪/৩/১২ ইং ক্যাশ বইতে মাজাবাতুল ইসলাম একই তারিখে ঐ বেতন বিল এবং ফটোকপি বিল এন্ট্রি অরিয়াছেন ঐ একই তারিখে। ভারপ্রাপ্ত বিচারক মহোদয় এই ক্যাশ বহি এবং বিল তলব করিয়া পরীক্ষা করেন পরবর্তীতে। ঐ পরীক্ষার পর বিচারক তাহাকে ডেকে তাহার খাস কামরার নিয়া যান। তখন তাহাকে তিনি বলেন যে একই চেকে অর্থাৎ ১টি মাত্র ঢেকের মাধ্যমে বেতন বিলের টাকা এবং ঐ ফটোকপি বিলের টাকা একত্রে কেন উত্তোলন করেছেন কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হইল ঐ বেতন বিলের চেক ১টি এবং পৃথক ১টি চেকের মাধ্যমে ঐ ফটোকপি বিলের টাকা উত্তোলন করা হয়। তখন বিচারক তাহাকে বলেন যে, বেতনের টাকা এবং ফটোকপি বিলের টাকা একত্রে করে একই সংগে ক্যাশ বহিতে এন্ট্রি করিয়াছেন। তখন স্যার তাহাকে কোন সুযোগ না দিয়া দুদকে অভিযোগ করেন। ঐ ফটোকপি বিল ৩,০৯৭/৬ টাকা যথাযথভাবে ঐ কাটাকপি দোকানের মালিককে সঠিকভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে। কথিত অভিযোগের টাকা তিনি আত্মসাৎ করেন নাই। ঐ তর্কিত বিলগুলির ফটোকপি তিনি দাখিল করিলেন। *উক্ত ডি, ডব্লিউ- ১ রাত্র পক্ষের জেরায় বলেন যে, তিনি দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের স্টেনোগ্রাফার হইতেছেন, তবে অতিরিক্ত দারিত্ব হিসাবে হিসাব রক্ষকের দায়ীত্বে ছিলেন। তর্কিত বিলটি ঐ সময় ভারপ্রাপ্ত জজ তলব করে নিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন ঠিক। তখন ঐ বিচারককে তিনি লিখিতভাবে বলেন নাই যে, এই বিলাট তিনি করেন নাই এবং ঐ বিল তিনি লিখেন নাই। তিনি আই,ও বরাবরে বক্তব্য দিয়াছেন ২৯/৫/১৪ তারিখে একবার এবং ৪/৯/১৫ তারিখে ১ বার মোট ২ বার লিখিত বক্তব্য দিয়াছেন দুদক বরাবরে এবং আই,ও বরাবর ঠিক। তিনি এই ২টি বক্তব্যে এই বিল তিনি বিচারকের কাছে উপস্থাপন করেন নাই এই মর্মে তাহার বক্তব্যে উহ্য উল্লেখ নাই ঠিক।* *ডি, ডব্লিউ- ২ শেখ বনি আমিন তাহার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ঘটনার সময় খুলনা আইনজীবি সমিতির বার ভবনে ফটোকপি মেশিন বসিয়ে ফটোকপির ব্যবসা করিতেন এবং তাহার দোকানের নাম ছিল ইসলাম টেলিকম। এখনও ঐ ব্যবসা তিনি করেন, তবে ঐ স্থান হইতে কিছুটা দূরে জজ কোর্ট ক্যাম্পাসে ফটোকপি মেশিন বসিয়ে ব্যবসা করেন। তাহার দোকানের*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভাউচারে ১৬১৩ টি ফটোকপি করার বিল বাবদ মোট ৩০৯৭ টাকা তিনি পেয়েছেন এবং এই বিলের কোন টাকা তাহার পাওনা নাই। *উক্ত ডি,ডব্লিউ- ২ রাষ্ট্র পক্ষের জেরায় বলেন যে, এই ক্যাশ মেমোতে অর্থাৎ এই ফটোকপি বিলের ক্যাশ মেমোতে ঠিকানা লেখা আছে ৯২ কে.সি.সি, সুপার মার্কেট খুলনা লেখা আছে ঠিক। তাহাকে দেখানো এই ক্যাশ মেমোতে তাহার কোন স্বাক্ষর নাই।* *প্রসিকিউশন পক্ষে উপস্হাপিত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অত্রর মামলার পি,ডব্লিউ- ১ এজাহারকারী ও আংশিক তদন্তকারী কর্মকর্তা, পি,ডব্লিউ -২ প্রথম অভিযোগকারী, পি,ডব্লিউ ৩, ৪, ৫, "হানীয় সাক্ষী, পি,ডব্লিউ ৬, ৭, জবদ তালিকার সাক্ষী, পি,ডব্লিউ-৭ হস্তলিপি বিশারদ, পি,ডব্লিউ- ৯, ১১, তদন্তকারী কর্মকর্তা, পি,ডব্লিউ -১০ মূল অভিযোগকারী এবং পি,ডব্লিউ -১২ মামলার রেকর্ডীং অফিসার হইতেছেন এবং আসামী পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষ্যদ্বয়ের মধ্যে ডি,ডব্লিউ- ১ আসামী নিজেই ও পি,ডব্লিউ- ২ ফটোপিস্ট অর্থাৎ ইসলাম টেলিকম দোকানের মালিক হইতেছেন।* *পি,ডব্লিউ- ১ অত্র মামলার এজাহারকারী ও আংশিক তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি গত ১৪/২/১১ ইং তারিখ হইতে ২০/৩/১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনাতে সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালে ১৮/৪/১৩ ইং তারিখে বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত বিচারক (জেলা জজ) দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল, খুলনা হইতে দুদক কার্যালয় বরাবরে ১টি লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগটি দুদক সজেকা খুলনা ই,আর নং- ৪৩/১৩ রুজু পূর্বক তাহাকে অনুসন্ধান করার জন্য নির্দেশ দিলে তিনি অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধান শেষে দেখিতে পান যে, মোঃ রিয়াজুল কবির, পিং- আঃ জলিল হাওলাদার টেনোগ্রাফার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল খুলনা বিজ্ঞ বিচারকের স্বাক্ষর জাল করে ফটোকপি বিল নং- ১১ তাং- ০৮/২/১২ ইং তে বিজ্ঞ বিচারকের স্বাক্ষর জাল করিয়া বিল প্রস্তুত পূর্বক খুলনা হিসাব রক্ষন অফিস হইতে উহ্য পাশ করাইয়া ৩,০৯৭/= (তিন হাজার সাতানব্বই) টাকা আত্মসাৎ করেন এবং এই অপরাধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭-এ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় খুলনা থানার মামলা নং- ০৪ তাং- ০২/১০/১৩ইং রুজু করা হয় এই মর্মে এজাব্যর দায়ের করেন। এই সাক্ষী উক্ত এজাহার ও উহাতে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষরসহ জবদ তালিকা এবং বিভিন্ন প্রকারের রেকর্ডপত্র প্রমান করেন।। অতঃপর অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহণ করিয়া আংশিক তদন্ত শেষে তিনি বদলী জনিত কারনে অন্যত্র চলিয়া যান। এই সাক্ষী এজাহারের বক্তব্যকে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন দেখা যায়। *পি,ডব্লিউ- ২ প্রথম অভিযোগকারী তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনার কর্মচারী। তথ্য টেনোগ্রাফার রিয়াজুল কবির তাহার নিজ কোর্টের ১টি বিল দ্রুত বিচারের বিচারকের স্বাক্ষর জাল করিয়া ৩,০৯৭/= টাকার ১টি বিল করিয়া উহা হিসাব রক্ষন অফিসে দাখিল করিয়াছিলেন। পরে ঐ বিলের টাকা অত্র আসামী উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি জানাজানি হলে বিষয়টি তিনি নাজির হিসাবে বিগত ২৮/০৮/১২ ইং তারিখ বিজ্ঞ জেলা জজ খুলনা তথা বিচারক (জেলা জজ) দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনাকে লিখিতভাবে জানান যাহা তিনি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করেন। উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য যারা প্রমানিত হয় যে, আসামী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনার কর্মচারী হিসাবে মাননীয় বিচারকের স্বাক্ষর জাল করিয়া ৩,০৯৭/০ টাকার একটি বিল প্রস্তুত করতঃ উহা হিসাব রক্ষন অফিস হইতে পাশ করিয়া উক্ত বিলের টাকা আসামী উত্তোলন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে এবং সেইমর্মে তিনি বিষয়টি মাননীয় বিচারককে লিখিতভাবে জানান। এই সাক্ষীর উক্ত লিখিত অভিযোগপত্রটি প্রদর্শনী নং- ৫ দৃষ্টে দেখ্য যায় যে, তিনি উক্ত লিখিত অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।* *পি,ডব্লিউ-৩ স্থানীয় সাক্ষী তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি ০৫/৬/১৭ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ স্যার ইকবাল রোড শাখায় ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে নূদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় এর স্মারক নং- ১৩৩০ তাং-১৬০৫/৬/১৩ মূলে তাহার কাছে ২টি ঢেকের সত্যায়িত ফটোকপি, এ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট চাহিলে তিনি উহা যদ্বারক নং- স্যাইতো/বশ৯০১ তারিখ ১৯/৬৯/১৩ ইং মূলে সহকারী পরিচালক, দুদক, খুলনা বরাবরে ফরোয়ার্ডিংসহ ও ফর্দ কাগজপত্র পাঠান বায্য তিনি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করেন।* *পি,ডব্লিউ-৪ স্থানীয় সাক্ষী তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি খুলনা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে কর্মরত থাকাকালে তাহাদের কোর্টে হিসাব রক্ষক পদটি শূন্য থাকায় স্টেনোগ্রাফার রিয়াজুল কবির ঐ শুন্য পদে হিসাব রক্ষকের দায়িত্তে ছিলেন। তাহার কোর্টের বিচারকের মৌখিক নির্দেশে অত্র হিসাব রক্ষক মোঃ রিয়াজুল কবিরকে তাহার কাজের সহায়তা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাহাদের কোর্ট ২০১০ সনে অনেকগুলি রায় প্রকাশিত হয় যাবার জন্য এই রায়ের অনেকগুলি ফটোকপি। করা হয় কে সি.লি মার্কেটের ইসলাম টেলিকম ফটোস্ট্যাট এর দোকান থেকে। ঐ ফটোষ্ট্যাট দোকানে ১৬১০ পৃষ্ঠার ফটোকপি করার বিল বাকী ছিল। দ্রুতবিচার*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ট্রাইব্যুনালের বিচারকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটী রিকুইজিশন শ্লিপ দেখে তিনি ঐ ১৬১৩ পৃষ্ঠার ফটোকপি করার একটি বিল অদ্ভুত করিয়া অত্র আসামীর নিকট দেন। উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আসামী রিয়াজুল কবির স্টেনোগ্রাফার পদসহ হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি উক্ত ট্রাইব্যুনালের বেতন, বিলসহ সকল প্রকারের বিল প্রস্তুত করিয়া পাশ করাইতেন এবং টাকা উঠাইয়া সরবরাহ করার দায়িত্বেও ছিলেন। ফলে আসামী উক্ত বিলাটি প্রস্তুত করিয়া উহা পাশ করাইয়া বিলে উলেখিত টাকা উত্তোলন করিয়াছেন উহ্য প্রমানিত হয়। *পি,ডব্লিউ-৫ স্থানীয় সাক্ষী তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এম,এল,এস,এস, পদে চাকুরী করাকালে তাহাদের অফিসের যাবতীয় বিল এজি অফিসে তিনি নিয়া যান এবং এ,জি, অফিস হইতে চেক গুলি তিনি আনয়ন করেন। তাহাদের অফিসে কোন ক্যাশিয়ার না থাকায় এই ক্যাশিয়ারের দায়িত্বে ছিলেন রিয়াজুল কবির যাহাকে তিনি ডকে সনাক্ত করেন। তিনি যাবতীয় বিল হিসাব রক্ষন অফিসে জমা দেন এবং পরবর্তী ঐ বিলের চেক ইস্যু হইলে ঐ চেকও তিনি ব্যাংকে জমা দেন। পরবর্তীতে ঐ জমাকৃত চেকের বিপরীতে তাহার কোর্টের বিচারকের কাছ থেকে স্বাক্ষরিত চেক নিয়া ঐ টাকা উত্তোলন করেন তিনি। আসামী ফটোকপি করা বিলের টাকা উত্তোলন করিয়া নিয়াছেন। উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আসামী ঘটনার সময় কোন ক্যাশিয়ার না থাকায় তিনি ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব পালন করিতেন। এই সাক্ষী আসামীর কর্তৃক প্রশস্তুতকৃত বিল এ.জি অফিসে নিয়া যাওয়া ও এ.জি, অফিস হইতে ঐ বিলের চেক আনিয়া আসামীকে দিলে আসামী ব্যাংক হইতে টাকা তুলিয়া নিতেন। এই মামলার বিতর্কিত বিলটির অসামী প্রস্তুত করিয়া উহার থাপ্ত ঢেকের মাধ্যমে উক্ত টাকা উত্তোলন। করিয়াছেন মর্দে প্রতীয়মান হয়।* *উক্ত পি,ডব্লিউ-৬ জব্দ তালিকার সাক্ষী তাহার এদর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি খুলবার জেলা হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে বিগত ০৫/২/১৪ ইং তারিখে ১৬-০০ ঘটিকায় তাহার অফিষ থেকে তাতার উপস্থাপন মোতাবেক বিল ও ভাউচারগুলি আই, ও রবীন্দ্র নাথ চাকী জবদ করেণ। এই সাক্ষী প্রবদ তালিকা ও উজারে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রমান করেন।* *পি,ডব্লিউ -৭ জব্দ তালিকার সাক্ষী তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ০৫/২/১৪ ইং তারিখে তাহাদের অফিস হইতে ১৬-০০ ঘটিকায় অত্র মামলার আই, ও জবদ তালিকার ৪ নং ক্রমিকের "ক" ও "খ" এ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বর্ণিত অলামত জবদ তালিকা মূলে জবদ করিয়াছেন। এই সাক্ষী জবদ তালিকায় থাকা তাহার প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রমান করিয়াছেন। *পি,ডব্লিউ-৮ হস্তলিপি বিশারদ তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, খুলনা থানার মামলা নং- ৪ তারিখ ২/১০/১৫ ইং সংক্রান্তে কিছু কাগজপত্র এর স্বাক্ষরের তুলনা মূলক পরীক্ষার জন্য তথা এক্সপার্ট অপিনিয়ন এর জন্য ২৪/৭/১৪ ইং তারিখে উহা পান। এই ডকুমেন্ট গুলি খুলনা দুদকের এ.ডি, এম, এইচ রহমত উল্লাহ পাঠান। এই কাগজের মধ্যে খুলনার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত বিচারকের স্বাক্ষরের মধ্যে তর্কিত স্বাক্ষর সমূহকে তিনি "গ" সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেন। উক্ত বিচারকের স্বীকৃত স্বাক্ষরগুলিকে "খ" সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং তাহার নমুনা স্বাক্ষর সমূহকে "ক" সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই "ক" সিরিজ এবং "খ" সিরিজের সংগে "গ" সিরিজের তর্কিত স্বাক্ষরগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিক তুলনা মূলক পরীক্ষায় অমিল পান এবং গড়মিল পান।* *পি,ডব্লিউ-৯ তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি দুদক সজেকা খুলনায় কর্মরত থাকাকালে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গত ২০/৫/১৪ ইং তারিখে অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহন করেন এবং আসামী রিয়াজুল কবিরসহ ৩জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাহাদের বক্তব্য সি, আর পিসি এর ১৬১ ধারা মতে রেকর্ড করেন। অতঃপর গত ১৭/৬/১৪ ইং তারিখে জেলা জজ জি,এম, সালাউদ্দীন এর নমুনা স্বাক্ষর গ্রহন করেন। উক্ত নমুনা স্বাক্ষর গ্রহনকালে তৎকালীন বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, দ্বিতীয় আদালত, খুলনা জনাব মোঃ শওকত আলী সনাক্তকারী সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থেকে উক্ত কাগজে স্বাক্ষর করেন। এরপর তিনি বদলী জনিত কারনে চট্টগ্রামে চলিয়া গেলে কেস ডকেটটি দুদক অফিসে দিয়া যান।* *পি,ডব্লিউ-১০ এই মামলার মূল অভিযোগকারী তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি গত ৮/২/১২ ইং তারিখে জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে খুলনাতে কর্মরত থাকাকালে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা কোর্টের অতিরিক্ত দারীত্বে ছিলেন। এই সময় দ্রুত বিচার আদালতে তখন মোঃ রিয়াজুল কবির স্টেনোগ্রাফার ছিল। তখন ঐ আদালতে কোন হিসাব রক্ষক না থাকায় উক্ত রিয়াজুল কবির ঐ হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করে এবং ঐ অফিসের যাবতীয় বিল সে প্রস্তুত করিত এবং চেক ক্যাশ করিত। ঐ সময় অত্র আসামী রিয়াজুল কবির তাহার স্বাক্ষর জাল করিয়া ভূয়া বিল করিয়া টাকা উত্তোলন করিয়াছে মর্মে স্টাফদের নিকট থেকে জানিতে পারিয়া তিনি ঐ ট্রাইব্যুনালের বিল, বিল রেজিস্ট্রারসহ সংশিষ্ট কাগজপত্র তলব করিয়া আনিয়া যাচই বাচাই*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করেন। তিনি দেখিতে পান যে, ০৮/২/১২ ইং তারিখ ১১ নং বিল চেক (তল্লাশী) করিয়া দেখিতে পান ঐ বলে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে যেখানে যেখানে তাহার স্বাক্ষর ব্যবহার করা বা দেওয়া হইয়াছে ঐ স্বাক্ষরগুলো তাহার নয়। তখন আরও দেখিতে পান যে, ঐ বিলটিতে তাহার স্বাক্ষর জাল করিয়া হিসাব রক্ষণ অফিসে উহা উপস্থাপন করিয়া ৩,০৯৭/৯ টাকা অবৈধভাবে উত্তোলন করা হইয়াছে। উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির স্টেনোগ্রাফার ও হিসাব রক্ষক এর দায়িত্ব পালন কালে উক্ত তর্কিত বিপটিতে এই সাক্ষীর স্বাক্ষর জাল করিয়া হিসাব রক্ষন অফিস হইতে পাশ করিয়া ৩,৩৯৭/৯ টাকা অবৈধভাবে উত্তোলন করতঃ আত্মসাৎ করিয়াছেন। *পি,ডব্লিউ-১১ চুড়ান্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি গত ১৫/৯/০৩ ইং তারিখে আর মামলার তদন্তভার গ্রহন করতঃ কেস ডকেট পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, আসামী রিয়াজুল কবির স্টেনোগ্রাফার কাম হিসাব রক্ষক, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনাতে কর্মরর ছিলেন। আসামী জালিয়াতি ও অপব্যবহারের মাধ্যমে ঐ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যনালের ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞ বিচারক জনাব জি,এম, সালাউদ্দীন এর সহি স্বাক্ষর জাল করিয়া ঐ ট্রাইব্যুনালের ফটোকপি বিল না-১১ তাং- ০৮/২/২০১২ ইং প্রস্তুত করিয়া ৩,০৯৭/৬ টাকা সুকৌশলে ব্যাংক হইতে উত্তোলন করিয়া আত্মসাৎ করে যাহার জন্য তিনি দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭ (ক) ধারাসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা মোতাবেক আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করেন।* *পি,ডব্লিউ-১২ অত্র মামলার রেকর্ডীং অফিসার তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি খুলনা সদর থানার কর্মরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে থাকাকালে ০২/১০/১৩ ইং তারিখে অত্র মামলার এজাহার পেয়ে এফ, আই, আর ফরম পুরন করিয়া অত্র মামলাটি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত এজাহার ফরম ও উহাতে থাকা তাহার স্বাক্ষর এবং এজাহারে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রমান করেন।* *ডি. ডব্লিউ- ১ আসামী নিজেই সাফাই সাক্ষী হিসাবে তাহার সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে স্টেনোগ্রাফার ছিলেন এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে হিসাব রক্ষকের দায়িত্বও পালন করিয়াছিলেন। এই সাক্ষী আই, ও বরাবর ২দিনের ২টি লিখিত বক্তব্য দিয়াছেন এবং ঐ লিখিত বক্তব্যের কোথাও তিনি বিচারকের কাছে এই বিল উপস্থাপন করেন নাই মর্মে উলেখে করেন নাই। এই সাক্ষীর উক্তরূপ সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হয় যে, তিনি স্টেনোগ্রাফার পদে দায়িত্ব পালন করাকালে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করিতেন বিধায় উক্ত ট্রাইব্যুনালের বেতনবিলসহ সকল প্রকারের বিল তিনিই করিতেন তাহা প্রমানিত হয়। *ডি, ডব্লিউ-২ ফটোকপিষ্ট অর্থাৎ ইসলাম টেলিকম দোকানের মালিক তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনার দেখা যায় যে, জজ কোর্ট ক্যাম্পাসে ইসলাম টেলিকম নামে তাহার একটি দোকান আছে যাহাতে ফটোকপি মেশিন বসিয়ে তিনি ফটোকপির ব্যবসা করেন। তাহার দোকানের ভাউচারে ১৬১৩ টি ফটোকপি করার বিল বাবদ মোট ৩০৯৭/= টাকা তিনি পাইয়াছেন এবং ঐ বিলের কোন টাকা তাহার পাওনা নাই মর্মে জবানবন্দিতে উল্লেখ করিলেও জেরায় বলেন যে, ক্যাশ মেমোতে অর্থাৎ এই ফটোকপি বিলের ক্যাশ মেমোতে ঠিকানা ৯২ কে.সি.সি, সুপার মার্কেট খুলনা লেখা আছে এবং তাহাকে দেখানো এই ক্যাশ মেমোতে তাহার কোন স্বাক্ষর নাই। ফলে উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ১৬১৩ টি ফটোকপি করিয়া ৩,০৯৭/৯ টাকা পাইয়াছেন। তবে বিলের ক্যাশ মেমোর উলেখিত দোকানের ঠিকানা স্বাক্ষর ভিন্ন থাকায় উহা তাহার দোকানের নহে এবং উহাতে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর তাহার নহে মর্মে এই সাক্ষী স্বীকার করেন। এমতাবস্থায় ইহা প্রমানিত হয় যে, আসামীর প্রস্তুতকৃত বিলটি ভূয়া ছিল।* *প্রদর্শনী নং-৭ হস্তলিপি বিশারদ কর্তৃক দাখিলী প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঘটনার সময়ে খুলনার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) এর বিতর্কিত স্বাক্ষর সমুহকে "গ" সিরিজ হিসাবে, স্বীকৃত স্বাক্ষর সমূহকে "খ" সিরিজ এবং নমুনা স্বাক্ষর সমূহকে "ক" সিরিজ হিসাবে বিবেচনায় আনিয়া হস্তলিপি বিশারদ পি, ডব্লিউ- ৮ কমল কৃষ্ণ তরমার্জ চুড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ডকুমেন্ট সমূহের প্রয়োজনীয় আলোকচিত্র গ্রহন করিয়া হস্তলিপি শাখার গবেষনাগারে ম্যাগনিফাইং গ্লাস, স্টিরিও মাইক্রস্কোপ, ডিভাইডার স্কেল ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তুলনামূলক চুড়ান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া দেখিতে পান যে, "খ" সিরিজের স্বীকৃত স্বাক্ষর সমূহ যুক্তভাবেই লিখিত এবং পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, একইভাবে "ক" সিরিজের নমুনা স্বাক্ষরসমূহও মুক্তভাবে সম্পাদিত আভ্যন্তরীনভাবেও এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং 'খ' সিরিজের স্বীকৃত স্বাক্ষরসমূহের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ন বিধায় এই দুইটি সিরিজের স্বাক্ষরসমূহ তুলনামুলক পরীক্ষায় ব্যবহারযোগ্য। এই যাক্ষরসমূহের সাথে " সিরিজ চিহ্নিত বিতর্কিত স্বাক্ষত্র সমূহের তুলনামূলক পরীক্ষায় স্বাক্ষর সমূহের সাধারন এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্টে অমিল পরিলক্ষিত হইয়াছে। সাধারন বৈশিষ্ট হইল যেমন স্বাক্ষরের মুভমেন্ট,*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্পীড, স্কীল, ইন্টার-স্ট্রোক স্পেসিংস; এলাইনমেন্ট, স্ট্রোক সমূহের আপাত সাইজ, পেন অপারেশন ইত্যাদিতে অমিল এবং ব্যাক্তিগত বৈশিষ্ট যেমন স্বাক্ষরের মধ্যে থাকা কার্ভস, লুপ, এঙ্গেলস, সিকোয়েন্স অফ ট্রোকস, অক্ষর জি, এম ইত্যাদি সম্পাদন রীতিতে অমিল প্রকাশ পায়। পরিলক্ষিত অমিলসমূহ ন্যাচারাল প্রকৃতির বলিয়া ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। সার্বিক পরীক্ষান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "খ" সিরিজের স্বীকৃত, "ক" সিরিজের নমুনা স্বাক্ষরসমূহের সাথে "গ" সিরিজ চিহ্নিত বিতর্কিত স্বাক্ষরসমূহের অমিল পরিলক্ষিত হয়। ফলে আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির কর্তৃক তৈরীকৃত ফটোকপির বিল নং- ১১ তাং- ৮/২/১২ প্রদর্শনী নং- ৭(দ), ৭(ধ), চালান ফরম প্রদর্শনী নং- ৭(ন), ক্যাশ মেমো প্রদর্শনী না- ৭(প), ৭(ফ) এ উলেখিত খুলনার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত বিচারক জি,এম, সালাহ উদ্দিনের স্বাক্ষরগুলি জাল করা হইয়াছে মর্মে প্রমানিত হয় এবং উক্ত জাল স্বাক্ষরগুলি আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির নিজেই করিয়াছিলেন কারণ ঘটনার সময়ে তিনি হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন। *প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির বিগত ০১/৫/০৮ ইং তারিখে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনায় স্টেনোগ্রাফার পদে যোগদান করিয়া অদ্যাবধি একই পদে কর্মরত আছেন এবং উক্ত ট্রাইব্যুনালে হিসাব রক্ষক পদটি না থাকার আসামী তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করিতেন। আসামী উক্ত হিসাব রক্ষনের দায়িত্বে থাকাকালে উক্ত ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য যাবতীয় বিল প্রস্তুত করিয়া উহাতে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর করিয়া এ.দি, অফিসে প্রেরন করিয়া পাশ করাইয়া চেকের মাধ্যমে সংশিষ্টে হিসাবে হইতে টাকা উত্তোলন করিতেন। কিন্তু আসামী উক্ত ট্রাইব্যুনালের ফটোকপির বিল নং- ১১ তারিখ ৮/২/১২ আদৌ বিজ্ঞ বিচারকের নিকট উপস্থাপন না করিয়া উক্ত বিলে বিজ্ঞ বিচারকের জাল স্বাক্ষর করিয়া হিসাব রক্ষন অফিস হইতে উহা পাশ করিয়া সুকৌশলে উত্তোলিত চেক নং- ২৪৯৩৫৯০ এ বিজ্ঞ বিচারক (ভারথাপ্ত) জনাব সালাহ উদ্দিন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনার স্বাক্ষর সুকৌশলে গ্রহন করিয়া উক্ত ট্রাইব্যুনালের সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্যার ইকবাল রোড শাখার পরিচালিত হিসাব নং- ৩৩০৩০৭৫৭ হইতে বিলে উলেখিত ৩,০৯৭/= টাকা উত্তোলন করিয়া নিজেই আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। উক্ত আত্মসাতের বিষয়টি পি,ডব্লিউ- ১ এজাহারকারী, পি,ডব্লিউ- ২. পি,ডব্লিউ-৪, পি,ডব্লিউ-৫. পি,ডব্লিউ- ৯, পি,ডব্লিউ-১০, পি,ডব্লিউ-১১ নং সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে প্রমানিত*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হয়। আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির স্টেনোগ্রাফার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করিয়া তিনি উক্ত ট্রাইব্যুনালের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন বিলসহ অন্যান্য বিলের যাবতীয় কার্যকর্ম তিনিই করিতেন উহা রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত, এমনকি আসামী নিজেই সাফাই সাক্ষী হিসাবে তাহার সাক্ষ্যে উহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিকিউশন পক্ষ উপস্থাপিত সাক্ষীগনের মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির এর বিরুদ্ধে আনীত উক্ত আত্মসাতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এমতাবস্থায়, প্রসিকিকউশন পক্ষ উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। *উপরোক্ত আলোচনা, প্রসিকিউশন পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ও রেকর্ডপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশেষেনক্রমে আমার অভিমত ও সিদ্ধান্ত এই যে, প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির এর বিরুদ্ধে আনীত দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে সমর্থ হন। এমতাবস্থায়, আসামী মোঃ রিয়াজুল কবিরকে দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগে দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করা হইল। অত্র মামলার অভিযোগপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অত্র আসামীর পিসিপি, আর নীল (শূন্য) এবং সম্ভবতঃ ইহাই আসামীর প্রথম অপরাধ হইতেছে যাহার জন্য আসামীর অপরাধের ধরন বিবেচনায় তাহাকে সর্বনিম্ন সাজা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।* *প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা প্রমানিত।* *অতএব,* *আদেশ হইল যে, অত্র মামলার একমাত্র আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির এর বিরুদ্ধে আনীত দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭৭(ক) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে দন্ড বিধির ৪০৯ ও ৪৭৭(ক) ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করিয়া প্রতি ধারায় ১(এক) বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদন্ড ও ৩,০৯৭/= (তিন হাজার সাতানব্বই) টাকা করিয়া জরিমানা দন্ডে দন্ডিত করা হইল, উক্ত জরিমানা অন্যদায়ে উক্ত আসামীকে আরো ১(এক) মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। সাজা ভোগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত দন্ড সমূহ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

একই সঙ্গে চলিবে। আসামীর প্রতি পদ্ধতি মোতাবেক সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হউক।

অত্র আসামীকে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা মোতাবেক শাস্তি প্রদান করায় তাহাকে ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় পৃথক কোন শাস্তি প্রদান করা হইল না।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত

স্বা= অস্পষ্ট
২৭.০২.২০১৯
এস,এন, আবদুস হালাম)
বিভাগীয় স্পেশাল জজ
খুলনা বিভাগ, খুলনা।”

পি, ডাব্লিউ-১০ জনাব জি. এম. সালাহ উদ্দিন জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা অত্র মোকদ্দমার মূল অভিযোগকারী। তিনি জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা আদালতের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর বিচারিক এর পদ শুন্য থাকায় অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিগত ডিসেম্বর, ২০১১ হতে বিগত ইংরেজী ১৫.০৯.২০১২ পর্যন্ত উক্ত পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অত্র আসামী আপীলকারী মোঃ রিয়াজুল কবির উক্ত সময়ে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। কোন হিসাব রক্ষক না থাকায় রিয়াজুল কবির দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। যাবতীয় বিল প্রস্তুত এবং চেক নগদায়ন করতেন।

উক্ত স্টেনোগ্রাফার রিয়াজুল কবির জেলা ও দায়রা জজ জি. এম. সালাহ উদ্দিন এর স্বাক্ষর জ্বাল করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের ভুয়া বিল করে উত্তোলন করে মর্মে কর্মচারীদের নিকট থেকে জানতে পেরে জি, এম, সালাহ উদ্দিন ট্রাইব্যুনালের বিল এবং রেজিষ্টার সংশ্লিস্ট কাগজ পত্র তলব করে যাচাই বাছাই করেন। যাচাই অন্তে বিগত ইংরেজী ০৮.১২.২০১২ তারিখের ১১নং বিল চেক করে তিনি দেখতে পান যে, উক্ত বিলে তার যে স্বাক্ষর আছে যা প্রকৃত পক্ষে তার নয়। তিনি আরও দেখতে পান যে, উক্ত জাল বিল দ্বারা হিসাব রক্ষণ অফিস হতে ৩,০৯৭/০৯ টাকা স্টেনোগ্রাফার রিয়াজুল কবির উত্তোলন করেছে।

আইনের সার্বজনীন নিষ্পত্তিকৃত নীতি এই যে, সাজা প্রদানের নিমিত্তে সাক্ষ্যের সংখ্যা নয় গুনমান, উৎকর্ষ, চরিত্র, শ্রেণী, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। একজন বিচারকের সাক্ষ্যের সাক্ষ্য মূল্য শতাধিক সাধারণ সাক্ষ্যের সাক্ষ্য মূল্যের চেয়ে বেশি।

আলোচ্য মামলায় পি, ডাব্লিউ-১০ জনাব জি. এম. সালাহ উদ্দিন জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা নিজে আসামী স্টেনোগ্রাফার রিয়াজুলের বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০১২ তারিখের বিল চেক

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নং-১১ যাচাই করে দেখেন উক্ত বিল চেকে তার স্বাক্ষর আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির জাল করে হিসাব রক্ষণ অফিসে দাখিল করেছে। একজন জেলা ও দায়রা জজ নিজে তদন্ত করে প্রমাণ পেয়ে, অভিযোগকারী হিসেবে মোকদ্দমা দায়ের করে এবং আদালতে পি, ডাব্লিউ- ১০ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। অপরদিকে, প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ রবীন্দ্র নাথ চাকী, পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ লিয়াকত আলী, পি, ডাব্লিউ- ৩ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পি, ডাব্লিউ- ৪ মোঃ মাজাবাবুল ইসলাম, পি, ডাব্লিউ- ৫ মোঃ সাইফুল ইসলাম, পি, ডাব্লিউ- ৬ মোঃ আলমগীর হাসান, পি, ডাব্লিউ-৭ হরিসেবক অধিকারী, পি, ডাব্লিউ- ৮ কমল কৃষ্ণ ভরদ্বাজ, পি, ডাব্লিউ- ৯ এম, এইচ, রহমত উল্লাহ, পি, ডাব্লিউ- ১১ মোঃ মাহাতাব উদ্দিন, পি, ডাব্লিউ-১২ মোঃ শাহাবুদ্দীন আদালতে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১০ জনাব জি. এম. সালাহ উদ্দিন জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা এর অভিযোগটি সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করেন। অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হল। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, খুলনা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ০৯/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০২.২০১৯ তারিখে তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী মোঃ রিয়াজুল কবির-কে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করে অবশিষ্ট সাজা ভোগ করার নির্দেশ প্রদান করা হল। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামী-আপীলকারীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ